প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি অরুণ জেটলির

অরুণ জেটলি

সাংসদ

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

৪৩, পার্লামেন্ট হাউস

নয়াদিল্লি- ১১০০০১

ফোন- ২৩০১৬৭০৭, ফ্যাক্স-২৩৭৯৩৪৩৩

৩০ শে জানুয়ারি, ২০১৪

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনি আমার ২০ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে লেখা চিঠির জবাব দিয়েছেন ২৮ শে জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে, এর জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আপনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, লোকপালের চেয়ারপার্সন ও সদস্য নিয়োগের জন্য লোকপাল ও লোকায়ুক্ত আইনের ৪(৫) নং অনুচ্ছেদ এবং এই আইনের অন্তর্ভুক্ত ১০ নম্বর রুল অনুসারে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত অবস্থান সম্পর্কে আপনাকে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তার আমি বিরোধিতা করছি।

সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আইনের ৪(৪) নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, ৪(৫) নং অনুচ্ছেদে নয়। আইনের ৪(৪) নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

" সিলেকশন কমিটির নিয়ন্ত্রণ ও নিজস্ব পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে লোকপালের চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের নির্বাচিত করবে।"

৪(৪) অনুচ্ছেদ পড়লেই স্পষ্ট হয় যে সিলেকশন কমিটির নিয়ন্ত্রণেই লোকপালের চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের নির্বাচিত করা হবে। লোকপালের চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের বাছাই পক্রিয়ার পদ্ধতি ঠিক করার ক্ষমতাও ন্যস্ত রয়েছে একমাত্র সিলেকশন কমিটির হাতে। সে কারণে, কর্মচারী ও প্রশিক্ষণ দফতরের দেওয়া বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে সার্চ কমিটি ব্যক্তি মনোনয়নের পথে এগোবে, নাকি উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধানে উদ্যোগ নেবে, এই পদ্ধতিগত প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে পারে একমাত্র সিলেকশন কমিটি। সিলেকশন কমিটি এখনও পুরোপুরি গঠিতও হয়নি, এমনকী এখনও পর্যন্ত একটিও বৈঠক হয়নি।

৪(৫) নম্বর অনুচ্ছেদ পড়তে হবে ৪(৪) অনুচ্ছেদের সঙ্গে তালমিল রেখে। এমন ভাবে পড়া অনুচিত যাতে মনে হতে পারে যে ৪(৪) অনুচ্ছেদ অবাস্তব ও অস্তিত্বহীন। সাযুজ্য রেখে দুটি অনুচ্ছেদ

পড়লেই ৪(৫) নম্বর অনুচ্ছেদের সীমাবদ্ধতা ও নামের তালিকা ঠিক করার ক্ষেত্রে সার্চ কমিটির অভ্যন্তরীণ কাজের ধারাও স্পষ্ট হবে। 'নির্ধারিত' রুলের বাইরে বাছাই প্রক্রিয়া অনুসৃত করতে হবে, কারণ আইনের ৪(৪) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুয়ায়ী তা সিলেকশন কমিটির বিশেষ অধিকারভুক্ত। সরকার গঠিত বিভিন্ন রুলের মধ্যে ১০ নম্বর অনুয়ায়ী যে এগজিকিউটিভ ও নন-লেজিসলেটিভ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার প্রতিক্রিয়ায় ৪(৪) অনুচ্ছেদ অনুসারে সিলেকশন কমিটির ক্ষমতা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারে।

আইনে স্বচ্ছতা রয়েছে। বাছাই পদ্ধতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সিলেকশন কমিটি। রুল অনুযায়ী নামের তালিকা তৈরি করবে সার্চ কমিটি। দুইয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম তফাতকে সমাদর করতে হবে। তা নাহলে ৪(৪)অনুচ্ছেদ হবে অনাবশ্যক।

সরকার এবিষয়ে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা পুনর্বিবেচনা করে দেখতে আমি সবিনয়ে আপনাকে অনুরোধ জানাই। পদগুলো কীভাবে পূরণ করা হবে তা ঠিক করার দায় সিলেকশন কমিটির, সার্চ কমিটির নয়।

শ্রদ্ধাসহ,

আন্তরিকভাবে

অরুণ জেটলি